মুখবন্ধ

গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান কালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার প্রবণতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা থেকে সরে গিয়ে গবেষকবৃন্দ নিত্য নতুন বিষয়ের সন্ধান করে চলেছে। বিষয়বস্তু ভিত্তিক গবেষণার প্রবণতা এখন প্রবল।

গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে 'বাংলা উপন্যাসে মৃত্যু' আমার মনকে ভাবিয়ে তোলে। সাধারণত উপন্যাসে বিভিন্ন দিকগুলি প্রেম-বিবাহ, নারী চরিত্র, ভাষা, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি উপাদানগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই উপাদানগুলি নিয়ে গবেষণাও করেছেন বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। বিশেষ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'মৃত্যু' এই উপাদানটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ আদৌ তেমন ঘটেনি। অবশ্য সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মৃত্যু প্রসঙ্গ কোন না কোনভাবে আলোচিত হয়েই এসেছে। ভারতীয় দর্শনে ও প্রাচীন সাহিত্যে মৃত্যুর এক বিরাট ভূমিকা আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে, নাটকে ও কাব্যে মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে, মূল্যবান গবেষণামূলক কাজও হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুকে এখানে গবেষণার উপাদান হিসেবে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছি।

বাংলা উপন্যাসে মৃত্যু : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ - শিরোনামে আমি আমার গবেষণার কাজ আরম্ভ করি। বিষয়বস্তু হিসেবে মৃত্যুর এক বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে উপন্যাসে। আমি মনে করি বাংলা উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনায় যেভাবে মৃত্যুকে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৃত্যুর

ভূমিকা কী - তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা হওয়ায় খুবই প্রয়োজন। মূলত এই উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা করেছি। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা এই গবেষণা গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী প্রণয় কুমার কুণ্ডুর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এই গবেষণা প্রকল্পের নির্দেশক হিসেবে আমাকে তাঁর মূল্যবান সময়, উপদেশ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে ও সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁর প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সেই সঙ্গে আমার স্বামী অধ্যাপক শ্রী প্রদীপকুমার সেনগুপ্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনিও আমার এই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা পূর্ণ আলোচনা ও উপদেশ আমাকে ভীষণ ভাবে উপকৃত করেছে। আমার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। হয়তো তাঁর সাহায্য না পেলে এই কাজ শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মাতা ও স্বর্গীয় পিতার প্রতি। যাঁদের উৎসাহ, অফুরন্ত ভালোবাসা ও আশীর্বাদ এই কাজের আরম্ভ থেকে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমার একমাত্র কন্যা চিরন্তনা সেনগুপ্তের কথাও স্নেহের সঙ্গে উল্লেখ করছি। এই গবেষণামূলক কাজটি যাতে সুচারু রূপে সমাপ্ত করতে পারি সেজন্য প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে সময় করে দিয়েছে এবং তার নানা কৌতূহলী প্রশ্নের দ্বারা আমাকে এ বিষয়ে নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দাদা শ্রী দীপক কুমার সরকার ও বোন

কণিকা মজুমদার সহ আমার পরিবারে অন্যান্য সকল সদস্যদের যারা নানাভাবে আমাকে উৎসাহ দান করেছে। এক্ষেত্রে বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই আমার পরিবারের অতি আপন তিন জনের কথা, যাদের উৎসাহ ও আগ্রহ আমাকে এই গবেষণার কাজে প্রথম থেকেই প্রেরণা দান করেছিল, অথচ ইতিমধ্যে আমি যাদের চিরকালের মত হারিয়েছি। আমার স্বর্গীয় পিতা, আমার প্রয়াতা বৌদি, পরলোকগত একমাত্র ওগ্নীপতি এদের প্রত্যেককেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করছি। এই আপনজনদের মৃত্যু জনিত আঘাত আমার গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ হতে বিলম্ব ঘটালেও তাঁদের মৃত্যু, এই মৃত্যু সংক্রান্ত গবেষণার বিষয়ে পরোক্ষভাবে আমাকে আরো বেশী আগ্রহী করে তুলেছে।

আমার বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়,প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিকা ও সহকর্মীদের কথা স্মরণ করছি যারা পরোক্ষ ভাবে এই গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে প্রেরণা দান করেছেন। পরিশেষে, আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতার জন্য জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এই গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন আকর গ্রন্থ দিয়ে তাঁরা আমার এই কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছেন।

এক কথায় সকলের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, এবং সহযোগিতা এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই গবেষণার আলোচনা এবং উপসংহার সবই আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি মাত্র। অতএব স্বাভাবিকভাবেই যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে তা আমার নিজস্ব, অন্য কারো নয়।

শিপ্রা সরকার (সেনগুপ্ত)